ঘোষণা

আমি সুদেষ্ণা মৈত্র (Registration No: Ph.D/Beng.(1435)/69/R-2022 **'স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্যায়ের নির্বাচিত চারজন কবির কাব্যযাত্রায় সমর্পণ ও বিদ্রোহ'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

সুদেষ্ণা মৈত্র
০২.০২.২০২৪

(সুদেষ্ণা মৈত্র)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩। পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

"সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী"
Accredited by NAAC With grade B++

রেফারেন্স নম্বর ..... তারিখ .....

Certificate

This is to certify that Sudeshna Moitra has been working for her Ph.D. Dissertation entitled **'স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্যায়ের নির্বাচিত চারজন কবির কাব্যযাত্রায় সমর্পণ ও বিদ্রোহ'** under my guidance in the Department of Bengali, University of North Bengal. She has completed her research work and it is ready for submission. I am very sure that this Dissertation has not been submitted in any University or any Educational Institute.

In this respect, I as a supervisor recommend her Dissertation to be submitted in the University of North Bengal for Ph.D. Degree.

Prof. Nikhil Chandra Ray
Supervisor
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language Bangla

Submission Information

Author Name	Sudeshna Moitra
Title	Swadhinata purbabarti o Swadhinata paroborti kalporjayer nirbachito charjon kobir kabyojatray shomorpon o bidroho
Paper/Submission ID	1220561
Submission Date	2023-12-15 12:36:32
Document type	Thesis

Result Information

Similarity	**0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

02.02.2024

গবেষকের স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ ধারার মধ্যে ‘কবিতা’ আমার কাছে প্রথম ভালোবাসা। ছোটবেলা থেকেই কবিতা পড়তে, শুনতে ভালোবাসতাম। বড় হওয়ার পথে ভালোলাগার পাশাপাশি খোঁজ শুরু হল কবিতার দেহে ব্যবহৃত নতুন শব্দের। স্নাতকোত্তর পর্যায় অতিক্রমের পরবর্তী আমি কবিতার মতো অসীম মনন-অনুভূতি-মস্তিষ্ক খননকারী সাহিত্যধারাকে শুধু ভালোবাসার ভিতরে আটকে না রেখে ক্রমেই বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠলাম। বিশেষত নারীদের দ্বারা সৃষ্ট কবিতাগুলি বহুবার পাঠের মধ্যে দিয়েই সেই আবেগ-চেতনা-অবয়বের উৎসের কাছে পৌঁছতে বিশেষ তাগিদ অনুভব করতাম। কোনো শব্দের নিযুক্তিকরণ বা ভাঙচুর নারীর কোনো মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরছে সেই খোঁজ যেমন আমার কাছে চরম ঔৎসুক্যের জন্ম দিলো তেমনই কাব্যকাল-সমাজ-সংস্কারের যোগাযোগের প্রতিও আমার মনোযোগ বৃদ্ধি পেলো। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সেই বিপ্লবময় অধ্যায় যখন কতো নারী তাদের কাব্যকৃতী নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এক রক্ষণশীল সমাজের ভিতর দাঁড়িয়ে, সেই সময়টিকে কাটাছেঁড়া করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিলো সেই সমাজের প্রতি, সমাজের রীতি-নীতির প্রতি নারীর স্বর কেমন ছিল। কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায়ের স্বর আমার কাছে যেমন এনেছিল দু’রকম বার্তা, অপরদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী কবি কবিতা সিংহ এবং কবি দেবারতি মিত্র এমন দু’জন কবি যাঁদের স্বরের পার্থক্য, শব্দচয়ন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ স্পষ্টতই এই চারজন কবির কাব্যস্বরগত বিভেদ রচনা করতে সক্ষম স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায় হিসেবে। দুই কালপর্যায়েরই নির্বাচিত কবিদের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে বহুবার যে এরা প্রত্যেকে কোনো এক অবস্থান থেকে যেন একটাই কথা, একটাই বার্তা, একটাই স্বরকে যাপন করে চলেছে। এই স্বরকে নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল। অবশেষে সুযোগ এল ২০২০ সালে। শ্রদ্ধেয় মহাশয় নিখিল চন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে আমি শুরু করলাম আমার গবেষণাকার্য।

অশেষ প্রেরণা, উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে আমায় যিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় নিখিল চন্দ্র রায়। তাঁর কাছ থেকেই আমি শিখেছি বিপদের

সময় নির্ভীক হতে। তিনি যেমন আমায় গবেষণার বিষয় নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনই সেই বিষয়কে ঘিরে আলোচনার দিশা নির্দিষ্ট করতেও সহায়তা করেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপকদেরও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য। আমি কৃতজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক-কর্মীদের প্রতিও।

রেফারেন্স, পত্রিকা সংগ্রহের জন্য কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি পত্রিকাগত বেশকিছু মূল্যবান সংখ্যার সাহায্য পেয়েছি 'একান্তর' পত্রিকার সম্পাদক অরূপ আচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার কর্মস্থান মালদা কলেজের লাইব্রেরির কাছে আমি ঋণী। মালদা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় মানসকুমার বৈদ্য মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর পূর্ণ সমর্থন ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এই পথ চলা কষ্টকর হতো। গবেষণাপত্র রচনাকালীন অক্ষরবিন্যাসে আমায় ভীষণ সাহায্য করেছেন শিক্ষক সুশোভন দেব এবং প্রকাশক ভাই বিশ্বজিৎ মজুমদার। আমি ঋণী তাদের কাছে। ঠিক ততটাই ঋণী গবেষক কালীপদ বর্মণ এবং আশিস দেবনাথের কাছে। এই মানুষগুলি আমার গবেষণাকার্যকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিবিধ সহায়তা করেছে। সাংবাদিক, শিক্ষক শুভ্র মৈত্রের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পত্র-পত্রিকা, ওয়েবসাইট, গ্রন্থের খোঁজ দিয়ে তিনি আমায় নিরন্তর সহায়তা করে গেছেন। অবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মানুষটিকে, যাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো নির্দিষ্ট কারণের প্রয়োজন পড়ে না। আমার মা, কৃষ্ণা মৈত্র, যিনি আমার গবেষণা যাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লড়ে গেছেন বাহ্যিক সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে। মায়ের প্রেরণা ও বকা ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ হতে পারতো না।

সুদেষ্ণা মৈত্র
০২.০২.২০২৪

(সুদেষ্ণা মৈত্র)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়